ভোর

- 7 FEB 2017

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরিই যেন গাইডবই ও কোচিংনির্ভর হয়ে পড়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পরিকল্পিতভাবেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ ফাঁদে ফেলা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পঞ্চাশের দশকের বিচ্ছু স্মৃতি আজ মনের মাঝে উঁকি দেয়। সেই সঙ্গে মনে পড়ে কবিতার সেই চরণগুলো— 'আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা, তোমাদের যুগে তোমরা এখন লেখাপড়া করো মেলা'। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার বদরপুর গ্রামের ডাকাতিয়া নদীর পাড়ের ছোট শিশুটি তখন শিক্ষার সুযোগ পেতে দিশেহারা। কমপক্ষে ১০ মাইল পথ হেঁটে শিক্ষার অন্বেষণে যেত হাজীগঞ্জ উপজেলার বলাখাল উচ্চবিদ্যালয়ে। প্রতি বছর জানুয়ারি এলে পুরনো পাঠ্যবই কেনার জন্য আসত ১৫ মাইল হেঁটে হাজীগঞ্জ বাজারে। এতদূর হেঁটে স্কুলে যেতে কিংবা বই কিনতে যেতে কোনো ক্লান্তি ছিল না তার। বরং আনন্দের তৃপ্তি ছিল। নতুন বইয়ের গন্ধ জোটেনি পাড়াগাঁয়ের অনেক শিক্ষার্থীর ভাগ্যে। অথচ আজকাল গ্রামে গ্রামে স্কুল। ১ জানুয়ারি সব শিশু পায় বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই, যা বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পাকিস্তান শাসনামলে পাড়াগাঁয়ে নোটবইয়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে এসএসসিতে টেস্টপেপার ও পরবর্তী সময়ে 'মেইড ইজি' নামক নোটের পর দ্রুত প্রচলন হয় নোটবই। বর্তমানে চলছে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত নোট-গাইডের রমরমা বাণিজ্য।

নোট, গাইড ও কোচিং ব্যবসার ব্যাপক সফলতার প্রধান কারণ শিক্ষায় অব্যবস্থা। শিশুশিক্ষা চলছে অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষকের মর্যাদা, বেতন, শিক্ষক সংকট, শিক্ষকের আন্তরিকতা, অতিরিক্ত সৃজনশীলতার নামে পাঠ্যবইকে অকার্যকর করা, নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত যত্নের অভাব, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক দ্বারা যত্রতত্র পাঠদান, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাজেটে অপরিসীম কৃপণতা ইত্যাদি নানা কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আজ কাঙ্ক্ষিত মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না।

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো : স্বাধীনতার দীর্ঘসময় অতিবাহিত হলেও আজও খোলা আকাশের নিচে, পরিত্যক্ত ভবনে চলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। যেখানে রয়েছে আসবাব, সুপেয় পানি, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, খেলাধুলা ও রিনোদনের তীব্র সংকট। আজও প্রভাবশালীদের দখলমুক্ত হয়নি কিছু বিদ্যালয়।

মো. সিদ্দিকুর রহমান

যে কারণে গাইডবই ও কোচিং নির্ভরতা

শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ শিক্ষার অভাবে বিদ্যালয়ের পরিবর্তে নোট-গাইড, গৃহশিক্ষক, কোচিং সেন্টারের আশ্রয় নিচ্ছে।

শিক্ষকের মর্যাদা : গ্রামেগঞ্জে, শহরে জনগণের কাছে শিক্ষকের সম্মান থাকলেও তা ভূলুণ্ঠিত হতে চলছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। বিগত বছরগুলোয় ছুটির তালিকা প্রণয়নে শিক্ষকদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবসগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করতে পারছে না। অথচ সংশ্লিষ্টদের অনমনীয় মনোভাবে শিক্ষকদের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে, যা সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের দূরত্ব তৈরি করছে। আজও শিক্ষকদের সামান্য প্রাপ্তির জন্য রাজপথে আর্তনাদ, অনশন, ধর্মঘট করতে হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো এদেশের শিক্ষকরাও প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদা পেয়ে শিক্ষকতা পেশায় আন্তরিকতার সঙ্গে মনোনিবেশ করলে শিক্ষার্থীরা নোট-গাইড ও কোচিং সেন্টারের অভিশাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হবে।

শিক্ষকদের বেতন : ইংরেজ আমলে সমাজের ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতা পেশায় আসতেন। তাদের অর্থের পিছুটান ছিল না। তারা শিক্ষকতাকে সমাজসেবা হিসেবে গণ্য করতেন। আজকাল সরকার তথা সংশ্লিষ্টদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসেন না। মানুষের মনে ভাবনা জন্মেছে, 'যার নাই কোনো গতি, সেই করে পণ্ডিতি।' আজও শিক্ষকদের পরিবার-পরিজনের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে তারা শিক্ষকতা পেশায় মনোযোগী হতে পারছেন না। কেউ কেউ কোচিং, টিউশন বা খণ্ডকালীন অন্য পেশায় নিয়োজিত হন। অথচ এসব কাজকে সংশ্লিষ্টরা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। শিক্ষকদের অভাবের যন্ত্রণায় রেখে জাতিকে সুশিক্ষিত করার চিন্তা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

শিক্ষক সংকট : দেশ সংকটের পাহাড় অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হতে চলেছে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষক সংকট লেগেই আছে। এ যেন অদৃষ্টের লিখন! এদিকে দৃষ্টি দেয়ার কেউ নেই! শিক্ষা মৌলিক চাহিদা। যেখানে শিক্ষক সংকট দূর না করার কারণে সংশ্লিষ্টদের শাস্তি পাওয়ার কথা, সেখানে উল্টো শিক্ষকদের ওপর দোষারোপ করে বলা হয়, পরীক্ষার ফল খারাপ হল কেন? আরও কত কী। শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে পাসের জন্য নোট-গাইডবই, গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের সন্ধান করেন।

শিক্ষকদের আন্তরিকতা : প্রাথমিক শিক্ষকরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও শিক্ষাদানবহির্ভূত কাজের চাপে তারা থাকেন জর্জরিত। এসব কাজের চাপে তারা হারিয়ে ফেলেন শিশুর প্রতি আন্তরিকতা। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, শিক্ষকরা সরকারের থার্ড ক্লাস কর্মচারী। তৃণমূল পর্যায়ে এত থার্ড ক্লাস কর্মচারী আর কোথাও নেই বিধায় শিক্ষকদের ছাড়া সরকারের কাজ করানোর আর কে আছে! পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার কাজে শিক্ষকদের সারা বছর অফিসমুখী রাখা হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠদানে যতই ক্ষতি হোক না কেন, সমাপনী পরীক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক সম্মানিত হন পাসের হারের জন্য প্রশংসা বা এ-প্লাসের বাহবা নিয়ে। পাঠে ঘাটতি হলেও পাসে ঘাটতি নেই। কোনো কোনো শিক্ষক গভর্নমেন্টের লোক বলে শিক্ষাদানে আন্তরিকতা প্রদর্শনের চেয়ে বেশি আন্তরিক থাকেন পাঠদানবহির্ভূত বা ব্যক্তিগত কাজে। তাদের প্রতি করজোড়ে অনুরোধ, দেশে অনেক পেশা বা কাজ আছে, সে পেশায় চলে যান। শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড, কোচিং সেন্টারমুখী করবেন না।

সৃজনশীলতার নামে বাড়াবাড়ি : পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন থাকবে। তাই সংশ্লিষ্টরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্নের অবতারণা করে থাকে। শৈশবেই পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্নের চর্চা করাতে অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এক বা একাধিক নোট-গাইডবইয়ের আশ্রয় নেয়। বিগত বছরগুলোয় সমাপনী পরীক্ষায় বাংলা রচনা চারটির মধ্যে কমপক্ষে তিনটি পাঠ্যবইকেন্দ্রিক দেয়া হয়ে থাকে। অথচ ২০১৫-১৬ সালে সবক'টি রচনা পাঠ্যবইয়ের বাইরে থেকে এসেছে। এক্ষেত্রে নোট-গাইডবই ছাড়া অধিকতর সহযোগিতার জন্য শিক্ষার্থীদের আর কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন আসে ৫০টি। পরীক্ষা বা ক্লাস টেস্টের সময় শিক্ষকরা তিনটি বিচলক, যা ভুল উত্তর তা সংগ্রহে নোট-গাইডের সাহায্য নেন। এক্ষেত্রে নোট-গাইড শিক্ষকদের সময় বাঁচায় ও চিন্তাভাবনা মুক্ত রাখে। পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর প্রশ্নপত্রের ধরনের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরনের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষার্থী-অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নোট-গাইডের দ্বারস্থ হন। বছর বছর পরীক্ষার, বিশেষ করে সমাপনী পরীক্ষার মানবণ্টন পরিবর্তন করায় নোট-গাইডের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

নিচের ক্লাসে পর্যাপ্ত যত্নের অভাব : শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা, মন্ত্রী সবাই বাহবা বা তৃপ্তি অর্জন করেন সমাপনী পরীক্ষার ফল নিয়ে। পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করতে দেখেছি। নিচের ক্লাসে পড়ানো নিয়ে অনেক শিক্ষকের মাঝে কোনো ভাবনা থাকে না। এছাড়া সমাপনীর বিরাট কর্মযজ্ঞ পালনে অনেক শিক্ষককে স্কুলের পরিবর্তে সারা বছর অফিসে কাজ করতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের ব্যাপকতা এবং সরকারি দফতরের হুকুম তামিল ও তথ্য দাখিলের কারণে শিক্ষকদের নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্ন নেয়া সম্ভব হয় না। পুরো ব্যাপারটি অনেকটা গোড়ায় পানি না দিয়ে আগায় দেয়ার মতো। ফলে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে কোচিং সেন্টারমুখী হয়। ভালো ফলের পিছু যারা ছুটছে তারা কতটা শিখছে, তা-ই আজ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশিক্ষণবিহীন পাঠদান : দেশে যত্রতত্র গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন অথবা উচ্চবিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। শিশুশিক্ষার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ নেই। অনুরূপভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব স্কুলকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে, সেসব স্কুলের শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পাঠদান বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, তারা বাধ্য হয়ে নিজের জানার জন্য নোট-গাইডবই অনুসন্ধান করেন এবং শিক্ষার্থীদের কিনতে বাধ্য করেন। দেশের বিভিন্ন স্কুল ঘুরে দেখা গেছে, নগণ্যসংখ্যক শিক্ষকই নোট-গাইডের বেড়াজাল থেকে মুক্ত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট স্বল্পতা : বাজেট স্বল্পতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তাই অভিভাবক-শিক্ষার্থী সমবেতভাবে ছুটছেন নোট-গাইডবই ও কোচিং সেন্টারের দিকে। এ ছোটা যেন বিদ্যালয়ে ভর্তির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

শিক্ষার প্রসারে বাস্তবমুখী গবেষণা : বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবরণের পর তৃণমূলের মানুষের সন্তানদের নিয়ে তেমন কোনো ইতিবাচক ভাবনা দেখা যায়নি। সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা দৃশ্যমান নয়। ফলে সাধারণ মানুষের সন্তানদের মেধা বিকাশ ও জ্ঞান অর্জন অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নোট-গাইডবই ও কোচিং সেন্টারমুখী হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। আগামী প্রজন্ম বেড়ে উঠুক জ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের মাধ্যমে।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiquir54@gmail.com